পশ্চিমবঙ্গের মন্দির-ভাস্কর্যে বাদ্যযন্ত্র

আশিষ কুমার চট্টোপাধ্যায়

সঙ্গীত উপাসনার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। আর সঙ্গীতের সঙ্গে অপরিহার্যভাবেই আসে বাদ্যযন্ত্রের কথা। সেইজন্য মন্দির অলঙ্করণে নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার খুব স্বাভাবিকভাবেই দেখা যায়। একই কথা পশ্চিমবঙ্গের মন্দিরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন মন্দিরের অলঙ্করণে, বিশেষত টেরাকোটার কাজে নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে। টেরাকোটা ছাড়া স্টাকো বা শঙ্খের কাজে এবং পাথরের কাজেও এর উদাহরণ দেখা যায়।

বর্তমান প্রবন্ধে খুব সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, উল্লেখ করা উচিত যে কোনো বিশেষ দেবতার মন্দিরে কোনো বিশেষ বাদ্যযন্ত্র চিত্রিত হয়েছে, এমন নয়। মন্দিরের ভিতরে যে দেবতাই থাকুন না কেন, মন্দিরের অলঙ্করণে তার বিশেষ কোনো প্রভাব দেখা যায় না।

মন্দির অলঙ্করণে চিত্রিত বাদ্যযন্ত্রের প্রকারভেদ

প্রধানত, তিন ধরনের বাদ্যযন্ত্র মন্দিরগাত্রে টেরাকোটায় চিত্রিত হয়েছে—

(ক) স্ট্রিং বা তার জাতীয় (খ) উইন্ড বা বাঁশি জাতীয় এবং (গ) পারকাসান বা তালবাদ্য-জাতীয় যন্ত্র।

(ক) স্ট্রিং বা তার জাতীয় বাদ্যযন্ত্র: মন্দির অলঙ্করণে দুই ধরনের তার যন্ত্রের চিত্র দেখা যায়— (১) প্ল্যাকড স্ট্রিং এবং (২) বাওড স্ট্রিং।

প্রথম দলে পড়ে বেহালা, সারেঙ্গী এবং এসরাজ।

মন্দির অলংকরণে বহু জায়গায় এগুলি ব্যবহৃত হয়েছে, বিশেষত টেরাকোটার কাজে।

(খ) উইন্ড ইন্সট্রুমেন্ট বা বাঁশী জাতীয় বাদ্যযন্ত্র:

এই দলে পড়ে বিভিন্ন ধরনের ফ্লুট বা বাঁশী, সানাই, বিভিন্ন প্রকারের শিঙ্গা বা হর্ন এবং ট্রাম্পেট। এখানে উল্লেখ করা যায় যে বহু মন্দিরে বংশীধারী কৃষ্ণের হাতে বাঁশী এবং শিষ ও শৈব সাধুদের হাতে শিঙ্গা দেখানো হয়েছে।

(গ) পারকাসন ইন্সট্রুমেন্ট বা তালবাদ্য: প্রধানত দুই ধরনের তালবাদ্য বিভিন্ন মন্দিরের অলঙ্করণে চোখে পড়ে— বিভিন্ন ধরনের ড্রাম (হ্যান্ড-ড্রাম, ফ্রেম ড্রাম, হ্যান্ড অ্যান্ড স্টিক ড্রাম এবং স্টিক ড্রাম) এবং ইডিওফোন (ঘুঙুর, নূপুর, প্রেমজুরি, চিমটা ইত্যাদি)।

ড্রাম

হ্যান্ড-ড্রাম: ড্রামের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় বিভিন্ন প্রকার হ্যান্ড-ড্রাম জাতীয় বাদ্যযন্ত্রের, অর্থাৎ যেগুলি খালি হাতে বাজানো হয়, যেমন ঢোলক বা ঢোল, ডুগি, ডমরু, তবলা/ বাঁয়া তবলা, খোল

বা শ্রীখোল, পাখোয়াজ ইত্যাদি। বিভিন্ন মন্দিরে টেরাকোটা বা স্টাকোর অলঙ্করণে এই বাদ্যযন্ত্রগুলিকে দেখা যায়।

হ্যান্ড মেড ড্রাম: ডফলি এ ধরনের একটি বাদ্যযন্ত্র বা কিছু মন্দিরে টেরাকোটার কাজে মূর্ত হয়েছে।

হ্যান্ড অ্যান্ড স্টিক ড্রাম: এইটি বাজাতে হাত ছাড়াও স্টিক বা কাঠির সাহায্য নেওয়া হয়। যথা ঢোল। অনেক মন্দিরেই টেরাকোটার এইরকম ঢোল বাদক দেখা যায়।

স্টিক ড্রাম: এগুলি স্টিক বা কাঠির সাহায্যে বাজানো হয়। উদাহরণস্বরূপ ঢাক, জয়ঢাক, তাসা, ধামসা এবং নাকাড়ার নাম করা যায়। অনেক মন্দিরে টেরাকোটায় এগুলি চিত্রিত হয়েছে।

ইডিওফোন জাতীয় তালবাদ্য: এই দলে পড়ে ঘুঙুর, কর্তাল, প্রেমজুরি ও চিমটা জাতীয় বাদ্যযন্ত্র। বহু মন্দিরে অলঙ্করণে এগুলি ব্যবহৃত হয়েছে।

উপসংহার: মন্দির অলঙ্করণের সময় শিল্পীরা দেব-দেবীর চিত্র ছাড়াও সামাজিক দৃশ্যও চিত্রায়িত করেছেন। অনেক দেবতা বা দেবীকে তাঁদের ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র সহ চিত্রায়িত করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বীণা হস্তে সরস্বতী বা শিঙ্গা ও ডমরু হাতে শিব।

এছাড়া নানা ধরনের পেশাদার বাদকদেরও তাদের ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র সহ দেখানো হয়েছে। অনেক জায়গায় কীর্তন গায়কদের শ্রীখোল সহ দেখানো হয়েছে। মন্দির অলঙ্করণ একটি অসামান্য ঐতিহাসিক দলিল। এ সম্বন্ধে জনসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে, এই আশা নিয়ে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি শেষ করছি।

চিত্র: মন্দির অলঙ্করণে বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্র

বাঁয়া-তবলা

শ্রীখোল

ডফলি

প্রেমজুরি

তাসা

বীণা

এসরাজ

বেহালা

ঢাক

নাকাড়া

কর্তাল

বাঁশী (স্টাকোর কাজ)

শিঙ্গা

ঢোলক

নূপুর

ডমরু ও শিঙ্গা হাতে শিব (পাথরের কাজ)

ডুগী